অপুর লাল শাড়ি

মাসুম আওয়াল

‘শাড়ি’ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ‘শাটি’ শব্দটি থেকে। যার অর্থ ‘এক ফালি কাপড়’। পরবর্তীতে এটি বিবর্তনের ফলে ‘শাড়ি’ বা ‘সাত্তিকা’ শব্দে রুপান্তরিত হয় এবং কালক্রমে শাড়ি শব্দে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের বাঙালি নারীর চিরন্তন সাজ পোশাকের প্রধান অনুষঙ্গ এই শাড়ি। শাড়ি সবক্ষেত্রেই মানানসই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘হঠাৎ দেখা’ কবিতায় বলেছেন, ‘আগে ওকে বারবার দেখেছি, লাল রঙের শাড়িতে, ডালিম ফুলের মতো রাঙা।’ কবি হেলাল হাফিজও তার কবিতায় প্রেয়সীর উদ্দেশ্যে বলেছেন, ‘আকালের এই কালে সাধ হলে পথে ভালোবেসো, ধ্রুপদী পিপাসা নিয়ে আসো যদি, লাল শাড়িটা তোমার পরে এসো।’

সাহিত্যে লাল শাড়ি এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। গান-গল্প-কবিতা সবক্ষেত্রেই লেখকরা লাল শাড়িকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছেন। বাঙালি নারী মাত্রই শাড়ি পরতে পছন্দ করেন। এবার লাল শাড়ি নিয়ে মেতেছেন ঢাকাই সিনেমার অন্যতম নায়িকা অপু বিশ্বাস। ‘লাল শাড়ি’ শিরোনামে সিনেমা নির্মাণ করছেন তিনি। আজকাল অপু যেখানেই যাচ্ছেন তাকে দেখা যাচ্ছে লাল শাড়িতে।

সরকারি অনুদানের ‘লাল শাড়ি’

অপু বিশ্বাস ‘লাল শাড়ি’ সিনেমার জন্য প্রযোজক হিসেবে সরকারি অনুদান পেয়েছেন। ‘লাল শাড়ি’র জন্য অপু বিশ্বাসকে ৬৫ লাখ টাকার অনুদান দেওয়া হয়। চলতি বছরের নভেম্বরে সিনেমা নির্মাণের কাজ শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। অপু বিশ্বাস বলেন, এখন লক্ষ্য হচ্ছে এ সিনেমার জন্য দক্ষ টেকনিশিয়ান নেওয়া। কারণ আমার কাছে দক্ষ টেকনিশিয়ানরা ভিত্তি প্রস্তর, আর অর্নামেন্টস হচ্ছেন আর্টিস্ট। একটা থিম নিয়ে চিন্তা করছি। সিনেমাসংশ্লিষ্ট মিটিংয়ে যেখানে যাচ্ছি লাল শাড়ি পরে যাচ্ছি। এটা একটা ট্রেডমার্ক। সিনেমাটির সব গানের সংগীত আয়োজন করবেন ইমন সাহা।’

প্রযোজক অপু

নায়িকা হিসেবেই পরিচিত অপু বিশ্বাস। চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারে নতুন যাত্রা শুরু হলো তার। চলচ্চিত্রে অভিনয়ের বাইরে অন্য ভূমিকায় দেখা যায়নি অপুকে। মাঝে মধ্যে দু’একটা নাচের অনুষ্ঠানে দেখা গেছে। সম্প্রতি দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে একটি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপস্থাপিকা হয়েছিলেন। প্রযোজক হওয়া বেশ ঝক্কির ব্যাপার, তবে নতুন চ্যালেঞ্জকেও বেশ উপভোগ করছেন নায়িকা। প্রযোজক হিসেবে কতটা চাপ অনুভব করছেন জানতে চাইলে অপু গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আমার কাছে নতুন কিছু মনে হচ্ছে না। তবে প্রযোজকরা যে অনেক চাপ নেয় সেটা বুঝতে পারছি। আগে তো একটা সময় প্রযোজক ডাকত, আমি মিটিংয়ে নায়িকা হিসেবে গিয়ে সবকিছু বুঝে নিয়ে চলে আসতাম। আমার অংশটা ছিল খুবই সোজা, চাপ ছিল না। কিন্তু এখন তো পুরো সিনেমার মিউজিক, লাইট, আর্টিস্ট, সংগীতশিল্পীসহ সব বিষয় দেখতে হচ্ছে। এখন তাই একটু কষ্টটা টের পাচ্ছি। আমি নিজে এখন কোনো কোনো সময় অন্য কারো জন্য বসে থাকছি। তবে আমি এই চাপটা এনজয়ও করছি। এটা হচ্ছে নতুনত্ব। এতদিন ইন্ডাস্ট্রিতে যতটুকু কাজ করেছি তা থেকে ভালো কিছুই হবে বলে আশা করছি।’

অপুর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান শুরুর কথা

অপু বিশ্বাস প্রযোজনায় আসছেন এমনটা শোনা যাচ্ছিল অনেক আগে থেকেই। ২০২১ সালের ২৯ ডিসেম্বর প্রোডাকশন হাউজটি নিবন্ধনের জন্য অপু আবেদন করেন প্রযোজক সমিতির কাছে। এরপর সব যাচাই-বাছাই করে অপু বিশ্বাসের প্রযোজনা সংস্থা অপু-জয় প্রোডাকশন হাউসের অনুমোদন দেওয়া হয়। নায়িকা অপু বিশ্বাস একা নন একমাত্র সন্তান আব্রাম খান জয়ের নামও রয়েছে প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে।

‘লাল শাড়ি’র সঙ্গে ফ্যাশন হাউজ বিশ্বরঙ

ইতিমধ্যে শুরু করেছেন ছবির নানা কাজ। ‘লাল শাড়ি’ সিনেমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফ্যাশন হাউজ বিশ্বরঙ। ৩০ জুলাই ‘লাল শাড়ি’ সিনেমার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হন বিশ্বরঙের কর্ণধার বিপ্লব সাহা।

লাল শাড়িতে এক ঝাঁক তারকা

অপু বিশ্বাসের ‘লাল শাড়ি’ সিনেমায় অভিনয় করবেন এক ঝাঁক তারকা। এরই মধ্যে জানা গেছে অভিনয় করবেন শক্তিমান অভিনেতা শহীদুজ্জামান সেলিম। অপুও অভিনয় করবেন। তানভীর আহমেদ সিডনির কাহিনি ও সংলাপে সিনেমাটি নির্মাণ করছেন বন্ধন বিশ্বাস। সিনেমাটিতে অপু বিশ্বাসের বিপরীতে অভিনয় করবেন সাইমন সাদিক ও সুমিত। এছাড়া আছেন আজম খান, রেবেকা সুলতানা, গৌতম সাহাসহ অনেকে।

ভিন্ন আয়োজনে সিনেমার মহরত

লাল শাড়ির আদলে সিনেমার মহরতের আমন্ত্রণপত্র তৈরি করেছিলেন অপু বিশ্বাস। ঢাকার একটি রেস্তোরাঁয় সিনেমাটির আনুষ্ঠানিক মহরত হয়। ওইদিন সিনেমাটির শিল্পী ও কলাকুশলীরা লাল রঙের পোশাক পরে উপস্থিত হয়েছিলেন। সুতার চরকি ঘুরিয়ে লাল শাড়ি সিনেমার মহরত ঘোষণা করেন চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সভাপতি সোহানুর রহমান সোহান ও অভিনেত্রী নিপুণ আক্তার। মহরতের দিন অপু বলেছিলেন, ‘অপু-জয় চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা আমার মা। তিনি আমাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি এও চেয়েছিলেন যে, সরকারি অনুদানের চলচ্চিত্র দিয়ে যেন আমার প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান শুরু হয়। সেটা করতে পেরেছি, ভালো লাগছে। সবাই আমার বাবা-মায়ের জন্য দোয়া করবেন।’

নির্মাতা বন্ধন বিশ্বাস বলেন, ‘লাল শাড়ি একটা স্বপ্ন, মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক। এমন একটি গল্প বলার জন্য অপু বিশ্বাস আমার ওপর আস্থা রেখেছেন– এ জন্য ধন্যবাদ। তিনি আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন কাজ করার। সব মিলিয়ে এক রকম চাপই অনুভব করছি।’

সিনেমার গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন সাইমন সাদিক। তিনি বলেন, ‘লাল শাড়ি সিনেমাটি তাঁতশিল্প নিয়ে। এ শিল্প এখন ব্যাকফুটে। সিনেমাটির মাধ্যমে তাঁতের ঐতিহ্য উঠে আসবে। এটি গ্রামীণ প্রেক্ষাপটের সিনেমা।’ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন মুশফিকুর রহমান গুলজার। তিনি বলেন, ‘অনেকে অনেক কথা বলতে পারে, তবে সিনেমাটি এর চিত্রনাট্যের যোগ্যতায় অনুদান পেয়েছে। আমি কমিটিতে ছিলাম, আমি জানি।’

অপুর অন্যান্য ব্যস্ততা

সর্বশেষ ‘ট্র্যাপ’ নামের একটি সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন অপু। এরই মধ্যে এ সিনেমার বেশ কিছু অংশের শুটিংও হয়েছে। এ ছাড়া ‘প্রেম প্রীতি বন্ধন’ ও ‘ছায়াবৃক্ষ’ নামের দুটি সিনেমার কাজও তার হাতে রয়েছে। ছায়াবৃক্ষের শুটিং শেষ। তিনি জানিয়েছেন, চলতি বছর অন্তত একটি সিনেমা মুক্তি পেতে পারে। সামনে ভালো কাজ পেলে লাল শাড়ির বাইরে সেগুলোতেও সময় দিবেন বলে জানান তিনি।

এরই মধ্যে আরও প্রকাশ পেয়েছে অপু বিশ্বাস অভিনীত কলকাতার আজকের শর্টকাট সিনেমার একটি গান। ‘ছুঁয়ে যাওয়া হাত’ শিরোনামের গানে দেখা গেছে অপু বিশ্বাস ও তার সহশিল্পী গৌরবকে। প্রকাশ পেয়েছে সিনেমাটির ট্রেইলার। এ সিনেমার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো কলকাতার কোনো প্রোডাকশনে কাজ করেন অপু বিশ্বাস। সিনেমাটির কাজ ২০১৮ সালে করেছিলেন বলে জানান অপু। সিনেমাটি কবে মুক্তি পাবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। অপু বিশ্বাস অভিনীত ‘প্রিয় কমলা’ সিনেমাটি আছে মুক্তির অপেক্ষায়। সিনেমাটি কবে মুক্তি পাবে তা এখনও অজানা। এছাড়া বাঁধন বিশ্বাস পরিচালিত ‘ছায়াবৃক্ষ’ সিনেমার দৃশ্যধারণ শেষ করেছেন অপু। সেখানে তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন নিরব।

এক নজরে অপু

গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ঢাকাই সিনেমায় রাজত্ব করেছেন অপু বিশ্বাস। ভক্তরা ভালোবেসে তাকে ঢালিউড কুইন বলে ডাকেন। সাবলীল অভিনয় এবং সৌন্দর্য দিয়ে ঢাকাই চলচ্চিত্রপ্রেমীদের ভালোবাসা পেয়েছেন তিনি। ১০০টির বেশি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। উপহার দিয়েছেন অনেক ব্যবসাসফল সিনেমা। ছবিতে কাজ করার পাশাপাশি স্টেজ শো ও বিজ্ঞাপনের মডেল হিসেবে কাজ করতে দেখা যায় মাঝে মাঝেই। ২০০৪ সালে আমজাদ হোসেনের ‘কাল সকালে’ সিনেমার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে পা রাখেন অপু। ২০০৬ সালে এফ আই মানিক পরিচালিত ‘কোটি টাকার কাবিন’ ছবিতে নায়িকা হিসেবে শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করেন তিনি। ছবিটি বক্স অফিস কাঁপানো ব্যবসা করায় অপু বিশ্বাস রাতারাতি তারকায় পরিণত হন। শাকিব খানের সঙ্গে তার জুটি দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়। ‘কোটি টাকার কাবিন’ ছবির পর শাকিব-অপু জুটির একই নির্মাতার ‘পিতার আসন’, ‘চাচ্চু’, ‘দাদিমা’ ছবিগুলোও ব্যবসাসফল হয়। এরপর অপু ছুটতে থাকেন রেসের ঘোড়ার মতো। ‘মিয়া বাড়ির চাকর’, ‘তোমার জন্য মরতে পারি’, ‘কথা দাও সাথী হবে’, ‘মনে প্রাণে আছো তুমি’, ‘জন্ম তোমার জন্য’, ‘মায়ের হাতে বেহেশতের চাবি’, ‘তুমি স্বপ্ন তুমি সাধনা’ ছাড়াও অনেক ছবি সুপারহিট ব্যবসা করে। মজার ব্যাপার হলো, অপু বিশ্বাস অভিনীত শতকরা ৯৫ ভাগ ছবির নায়ক শাকিব খান।

সর্বশেষ শাকিব খানের সঙ্গে বুলবুল বিশ্বাসের ‘রাজনীতি’ ছবিতে অভিনয় করেন অপু বিশ্বাস। ২০০৮ সালের ১৮ এপ্রিল শাকিবের সঙ্গে বিয়ে হয় অপু বিশ্বাসের। ২০১৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কলকাতার একটি ক্লিনিকে শাকিব-অপুর একমাত্র ছেলে আব্রাম খান জয়ের জন্ম হয়। ২০১৮ সালের ১২ মার্চে আনুষ্ঠানিকভাবে শাকিবের সঙ্গে অপুর দশ বছরের দাম্পত্য জীবনের অবসান হয়। এখন অপু বিশ্বাস এক লড়াকু নারী। যিনি একমাত্র সন্তান জয়কে সঙ্গে নিয়ে নিজের স্বপ্নের পথ অলংকৃত করে চলেছেন।